শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক
Historical Aspects of Education

ভূমিকা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদ-এর মধ্যে স্কুল অব এডুকেশন অন্যতম। স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত একাডেমিক প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে এমএড একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রোগ্রাম। শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি বিষয়টি এমএড প্রোগ্রামের প্রথম সিমেস্টারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স। এই কোর্সের আওতায় শিক্ষার প্রধান দুইটি ক্ষেত্র রয়েছে। এর প্রথম ক্ষেত্রটি হল শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক দিক। এই অংশে শিক্ষার ভিত্তি বিষয়ক ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিকে পাঁচটি ইউনিটে বিভক্ত করে সতেরটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত পাঁচটি ইউনিটের শিরোনাম উল্লেখ করা হলঃ

ইউনিট ১: শিক্ষার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি
ইউনিট ২: শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ
ইউনিট ৩: শিক্ষায় কর্তৃত্ব ব্যবস্থা
ইউনিট ৪: বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত: উনিশ ও বিশশতক
ইউনিট ৫: বৃটিশ ভারতে শিক্ষায় প্রশাসনিক প্রেক্ষিত: উনিশ ও বিশশতক

ইউনিট ১: ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি

Historical Background of the Chronological Development of Education

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে যে কোন দেশের প্রকৃত সম্পদ বলতে মানব সম্পদ বা জনসম্পদকে বুঝায়। আর এ মানব সম্পদ তথা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি- সভ্যতার আদিকাল থেকে বিশেষ করে গ্রীক সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান কালের অতিক্রান্তি ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির শিক্ষার বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়ে শিক্ষা আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

শিক্ষার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যুগে যুগে শিক্ষাবিদগণ যুগের চাহিদা মোতাবেক জাতীয় প্রয়োজন, সমাজ কাঠামো, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার মান নির্ধারণ করেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মিশর, ভারত, ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়া, প্যানেসিয়া, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা গড়ে উঠলেও শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষের দিক দিয়ে গ্রীকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। মানব সভ্যতার উন্নতি ও শিক্ষা পাশাপাশি চললেও প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টা বা এথেন্সে সর্বপ্রথম শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি দৃষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার ঐতিহ্য নির্ণয় করার ভিত্তি হিসেবে গ্রীক সভ্যতাকে গণ্য করা উত্তম।

আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছে গ্রীসে প্রথম। এ জন্য গ্রীসকে বলা হয় আধুনিক শিক্ষার জন্মভূমি। গ্রীকরা ছিল জ্ঞান পিপাসু ও জ্ঞান গরিমায় পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে গ্রীকরা সকলের আদর্শ স্থানীয় ছিল। গ্রীকদের এসব উন্নতির পশ্চাতে রয়েছে তাঁদের উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই ইউনিটে প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূলত প্রাচীনকালের এ শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস বিষয়টিকে নিচের পাঁচটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ ১.১: গ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা
পাঠ ১.২: রোমান শিক্ষা ব্যবস্থা
পাঠ ১.৩: প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা
পাঠ ১.৪: মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা
পাঠ ১.৫: দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

পাঠ ১.১: গ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা
Greek Education System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টার শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা সংগঠন ও পরিচালন তথা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র এথেন্সের শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার স্তর ও নাগরিকত্ব অর্জনসহ এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্পার্টা (The Sparta)

প্রাচীন গ্রীকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্পার্টা ছিল অন্যতম। স্পার্টানেরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর যুদ্ধ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মেসেনিয়া অধিকার করে নিয়েছিল। তাছাড়া এথেনিয়রা ছিল স্পার্টানদের চিরশত্রু। তাই বহিঃ আক্রমণ প্রতিহত করার নিমিত্তে নিজেদেরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকত। স্পার্টানরা ছিল উচ্চবংশীয়, পরিশ্রমী এবং সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দেশের আইন প্রণেতা। তাই তাঁরা প্রত্যেক শিশুকে একক স্পার্টান শক্তির অঙ্গীভূত বলে মনে করত। এঁরা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত এবং বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিল। এ সকল গুণাবলি তাঁদের জাতীয় জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

স্পার্টান শিক্ষার লক্ষ্য

- স্পার্টান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক শিশুকে শারীরিকভাবে শক্তিশালী একজন আদর্শ সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলা।
- পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষার কাঠামোকে প্রধানত শরীরচর্চা, যুদ্ধবিদ্যা এবং নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীকে সাহসী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সামাজিক রীতিনীতি তথা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।
- বীরত্ব ও সাহসের দ্বারা নাগরিকত্ব অর্জন করা।
- অধ্যাপক থমসন বলেন, শক্তি, সাহস, ধৈর্য, আত্মত্যাগ, আত্মপ্রত্যয়, স্বদেশপ্রীতি ও সামরিক দক্ষতা অর্জনই ছিল স্পার্টান শিক্ষার মহান লক্ষ্য।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালনা

শিশু রাষ্ট্রীয় সম্পদ

স্পার্টান পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্পার্টানগণ একক স্পার্টান শক্তির অংশ হিসাবে গণ্য করত বিধায় শিশুদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল সরকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক নবজাতক শিশুকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে গণ্য করা হত। যেহেতু স্পার্টার স্বাস্থ্যবান ছেলেরাই শুধু রাষ্ট্রের কাজে আসত, সেহেতু রুগ্ন, ক্ষীণদেহী ছেলেকে রাষ্ট্রের বোঝা স্বরূপ গণ্য করা হত।

সামরিক শিক্ষা

প্রত্যেক শিশুর সাত বছর বয়স হতে না হতেই শিক্ষার জন্য আবাসিক সামরিক শিবিরে বসবাসের জন্য গমন করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই সামরিক শিবিরই ছিল তাদের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে সামরিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী শিক্ষাদান শুরু হত। শিক্ষার্থীকে কঠোর শরীরচর্চার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। শরীরচর্চার উদ্দেশ্য ছিল–

- শিক্ষার্থীকে কঠোর চরিত্র এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা এবং
- দৃঢ় দেহপেশীর অধিকারী করে তোলা।

শরীরচর্চার মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ, বর্শা ও চাকতি নিক্ষেপ, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি প্রধান ছিল। বস্তুত স্পার্টায় শরীরচর্চা এবং শক্তির কসরৎ প্রদর্শন জাতীয় খেলাধুলাই ছিল শিক্ষার মূল বিষয়।

আবাসিক শিবিরে অবস্থানকালীন পোশাক ও খাদ্য

এ সময়ে তাদের জীবন যাপন প্রণালী ছিল খুবই কঠোর। এদের সীমিত সংখ্যক পোশাকের ব্যবস্থা থাকত। শীত-গ্রীষ্ম কোন সময় জুতা পরিধান করতে পারত না। উদ্যোগী হয়ে যাতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ পূর্বক নিজেদের প্রয়োজন মিটায়ে নেয়, এজন্য খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হত।

সামরিক শিক্ষা

১৮ বৎসর বয়স থেকে প্রত্যেক বালককে সমর সেনার জীবন গ্রহণ করতে হত। দুই বছর এরা অস্ত্র পরিচালনা, শত্রু সৈন্যকে পরাস্ত করার বিভিন্ন সামরিক কলাকৌশল গ্রহণ করে নিজেদেরকে সমরবিদ্যায় পারদর্শী হিসেবে গড়ে তুলত।

সেনাবাহিনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ

২০ হতে ৩০ বছর সময় পর্যন্ত সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী এসব যুবকগণ রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকত। ত্রিশ হতে পয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত জাতীয় সেনাবাহিনীতে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত থাকত। ষাট বৎসর পর্যন্ত তাঁদেরকে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকতে হত।

নাগরিক অধিকার ও বিবাহ

সাত হতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত কঠোর শাসনের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ শেষে অভিজাত সম্প্রদায়ের আইন সভা এবং গণতান্ত্রিক বিধান সভার সম্মিলিত অধিবেশনের সামনে রাষ্ট্রের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্পার্টান যুবককে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হত। নাগরিক অধিকার লাভের পর সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারিবারিক জীবনযাপন করতে পারত।

নারী শিক্ষা

স্পার্টার মেয়েদের জন্যও অনুরূপ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। তবে ট্রেনিং চলাকালীন তাদের সামরিক শিবিরে অবস্থান করতে হত না। নিজ নিজ অবস্থান থেকে বয়স অনুপাতে দলে দলে বিভক্ত হয়ে শরীরচর্চা, দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার প্রতিযোগিতা, চাক্তি নিক্ষেপ ইত্যাদি বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করত। তাছাড়া তারা নাচ-গান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করত। স্পার্টান নারীরা শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও স্বদেশপ্রেমে বিখ্যাত ছিল।

এথেন্স (Athens)

গ্রীক সভ্যতার জন্মভূমি এটিকার রাজধানী ছিল এথেন্স। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব থাকলেও প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিষয়ে উন্নত ছিল। আর এথেন্স ছিল এদের মাতৃপীঠ স্বরূপ।

গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলে খ্যাত হলেও প্রাচীন এথেন্সে তা খুবই সীমিত ছিল। দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদের কোন নাগরিক অধিকার দেয়া হত না। কাজেই গুটিকতক প্রভুদের মধ্যে গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা-দীক্ষাও নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষা (Education)

শিক্ষার লক্ষ্য

আধুনিক শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায়। সাধারণত সাত বছর বয়স থেকে ছেলেদের শিক্ষা শুরু করা হত। এথেনীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল−

- সুখী, সমৃদ্ধশালী ও উন্নতমনা নাগরিক সৃষ্টি করা;
- শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের সাহস, ব্যক্তিত্ব ও শৌর্য-বীর্য বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে নাগরিকদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা;
- শরীর ও মনের যুগপৎ উৎকর্ষ সাধন করা এবং
- ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সাধন করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাথমিক শিক্ষা

এথেন্সে ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে দুই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। যথা−

- **সঙ্গীত বিদ্যালয় (Music School):** এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত শিক্ষার পাশাপাশি লেখাপড়া, গণনা, ভাষাজ্ঞান, ঐতিহাসিক বিষয়ে জ্ঞান, আবৃত্তি, নৃত্য, অভিনয় ও ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করত।
- **শরীরচর্চা বিদ্যালয় (Palaestra Wrestling Ground):** এসব বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা শিক্ষা দেয়া হত। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ সবল নাগরিক সৃষ্টি করা এবং আত্মরক্ষার কলাকৌশল আয়ত্ত করা। তবে স্পার্টার মত রাষ্ট্রের স্বার্থে সৈন্যবাহিনী গঠন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। এতে শিক্ষা দেয়া হত শরীর চর্চা গঠনের বিভিন্ন উপায়, খেলাধুলা, সাঁতার কাটা, দৌড়-ঝাঁপ, কুস্তি ইত্যাদি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ের কাজ চলত। স্বল্প সময়ের বিরতির পর অপরাহ্নে দ্বিতীয় দফায় বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হত।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১৫ বছর বয়সের সুস্থ-সবল এথেনীয় যুবকগণ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী বলে বিবেচিত হত। এ পর্যায়ের শিক্ষা এথেন্সের সামান্য বাইরে অবস্থিত ঘন কুঞ্জবনের Exercising Ground-এ অনুষ্ঠিত হত। সেগুলিকে বলা হত Gymnasia এবং এর শিক্ষকদের বলা হত Gymnasta. শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত এসব ব্যায়ামাগারে সুশৃঙ্খল সামরিক জীবন প্রণালী ও উন্নতমানের সামরিক শিক্ষা এবং

শারীরিক কসরৎ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। এছাড়া ব্যায়ামাগারের বাইরে সাঁতার কাটা, শিকার করা ইত্যাদি বিষয়ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করত।

নাগরিক অধিকার অর্জন

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে যুবক শিক্ষার্থীরা গুরুজনদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করত। অতঃপর অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় পরিষদের সম্মুখে নাগরিকত্ব লাভের জন্য উপস্থিত করত। শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সামনে রাষ্ট্র, ঈশ্বর ও এথেনীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলার শপথ নিত। এভাবে এথেনীয় যুবকগণ রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে এসে পড়ত। কুড়ি-একুশ এ দু'বছর এরা কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত করত। প্রথম বৎসর সামরিক অফিসারদের তত্ত্বাবধানে শহর ও সামরিক শিবিরে অবস্থানপূর্বক অস্ত্র চালনার কলাকৌশল হাতেকলমে শিক্ষা নিত। দ্বিতীয় বৎসর সীমান্তবর্তী ঘাঁটিতে নিয়মিত সৈন্য হিসেবে কর্মরত থাকতে হত। এ সময়ে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ, অবস্থান, সামরিক এবং সৈনিক জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেত। অতঃপর পরীক্ষার মাধ্যমে একজন এথেনীয় পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করত এবং স্বাধীন নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের সকল কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারত।

নারী শিক্ষা

এথেন্সবাসীরা নারী শিক্ষাকে ইচ্ছাপূর্বক উপেক্ষা করত। তাঁদের মতে নারী জন্মের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো পূর্ণাঙ্গ গৃহিনী হওয়া এবং স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মদান করা। কাজেই পরিবার বিষয়ক দক্ষতার বাইরে নারীদের জ্ঞান অর্জনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্পার্টান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. প্রত্যেক শিশুকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা
খ. প্রত্যেক শিশুকে আদর্শ কৃষক হিসেবে গড়ে তোলা
গ. প্রত্যেক শিশুকে আদর্শ সমাজসেবী হিসেবে গড়ে তোলা
ঘ. প্রত্যেক শিশুকে আদর্শ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা

২. কত বৎসর বয়সে স্পার্টান যুবকদের নাগরিক অধিকার প্রদান করা হতো?
ক. ২০ বৎসর বয়সে
খ. ২২ বৎসর বয়সে
গ. ৩০ বৎসর বয়সে
ঘ. ৩২ বৎসর বয়সে

৩. কোন বিদ্যালয়টি এথেন্সে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক. সঙ্গীত বিদ্যালয়
খ. কারিগরি বিদ্যালয়
গ. সামরিক বিদ্যালয়
ঘ. প্রযুক্তির বিদ্যালয়

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কত বৎসর বয়সে স্পার্টান শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হত?
২. কত বৎসর থেকে স্পার্টান বালকগণ সামরিক জীবন গ্রহণ করত?
৩. স্পার্টান শিক্ষা ব্যবস্থায় শরীরচর্চার উদ্দেশ্য কী ছিল?
৪. স্পার্টান নারীদের কী ধরনের শিক্ষা দেয়া হত?
৫. এথেন্সে কয় ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং কী কী?
৬. এথেন্সে কত বৎসর বয়স থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হত?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
২. গ্রীক রাষ্ট্র এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ ১.২: রোমান শিক্ষা ব্যবস্থা
Roman Education System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রোমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর এবং রোমান শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোমে উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও কার্যক্রম বিবৃত করতে পারবেন।

রোম

রোম ছিল ইটালীর রাজধানী। দেশের রাজধানীর নামানুসারে ইটালীর সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছিল। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর (৩৫৬-৩২৩ খৃষ্টপূর্ব) একশত বছর পর রোমানগণ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং ক্রমে ক্রমে গ্রীকসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ তথা পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এ সময়ে রোমানগণ গ্রীক-সংস্কৃতি ও সাহিত্য অধ্যয়নপূর্বক তা তাঁদের জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করেছিল। ফলে পরবর্তীকালে রোমানগণ শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধিতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের প্রতিভা, বাস্তববুদ্ধি, ধৈর্য, শক্তি, সম্পদ, সাহস ও গঠনমূলক চিন্তাধারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিল। মূলতঃ রোমানগণ যেমনি ছিল বাস্তববাদী তেমনি বাস্তব কর্মে বিশ্বাসী ছিল। বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরা আনন্দ পেত। এ ছাড়া পুঁথিগত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে অনুকরণ ও অনুসরণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানকে অধিক গুরুত্ব দিত।

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা দেখেছি প্রাচীন স্পার্টা বা এথেন্সে শিক্ষার কাঠামোতে কোন সুনির্দিষ্ট স্তর ছিল না। লেখাপড়া, নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন ও ব্যায়াম শিক্ষা চলত এবং তৎসঙ্গে ছেলেদেরকে হোমার থেকে আবৃত্তি করতে শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু রোমে পরিচালিত শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট স্তর ছিল। যা শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী হতে সহায়তা করেছিল।

জনসাধারণের পঞ্চ অধিকার ও কর্তব্য

প্রাচীন রোমে জনসাধারণের জ্ঞাতব্যে পাঁচটি আইন প্রচলিত ছিল। এগুলিকে পঞ্চ অধিকার বলে অভিহিত করা হয়। এ অধিকারগুলি জন্মগতভাবে বা পরে অর্জন করতে পারত। এসব দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়াই ছিল শিক্ষা। সুতরাং, শিশুরা বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুকরণে এসব অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত। এগুলি হল–

- সন্তানের উপর পিতার (Father Over Children) অধিকার- একে বলা হয় Patria Potesta এই অধিকার বলে পিতা পুত্রকে বিক্রয় বা হত্যা করতে পারত।
- স্বামী-স্ত্রীর উপর (Husband Over Wife) যে অধিকার ভোগ করত তাকে বলা হত Namus। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সন্তান লালন পালনের জন্য সমভাবে দায়ী থাকত।
- দাসের উপর প্রভুর (Master Over Slaves) অধিকারকে বলা হত Potesta Domini।
- স্বাধীন নাগরিকের উপর অন্য স্বাধীন নাগরিকের অধিকারকে বলা হত Namus Capere।
- সম্পত্তি রক্ষার (Right Over Property) অধিকারকে বলা হত Right of Dominion।

শিক্ষার স্তরভেদ

রোমানগণ ঐতিহ্যবাহী গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবযুগের সূচনা করে এবং গ্রীক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। গ্রীক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শকে সামনে রেখে রোমে শিক্ষার মূল কাঠামোকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ এই তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় (Primary School or Ludus)

প্রাথমিক শিক্ষা

রোমে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্কুল অব লিটারেটর (School of Literator) বা লুডিমেজিস্টার (Ludimagistar) নামে আখ্যায়িত হত। ৬ থেকে ১২ বৎসরের শিশুরা এসব জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। এ পর্যায়ে শিশুদেরকে খেলাধুলার মাধ্যমে লিখন, পঠন, গণনা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখানে ওডেসি ও ইলিয়ট পঠিত হত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লিখন, পঠন ও গণনা প্রভৃতি পাঠ সমাপণ করে শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক স্তরে গ্রামার স্কুলে ভর্তি হতে পারত। গ্রীক শিক্ষার অনুকরণে শিশু শিক্ষার জন্য পেডাগগ নিযুক্ত করা হত। রোমের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কুইন্টিলিয়নের পেডাগগ ছিলেন ল্যাটিন ব্যাকরণ রচয়িতা প্যালায়েসন। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্লাস পরিচালিত হত খোলা কোন মাঠে বা বেসরকারী কোন ঘরে। এসব বিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Secondary School)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বলা হত Grammar School। শিক্ষার্থীগণ ১২ থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত এসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। এসব জাতীয় বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত পাঠ্যসূচি মোতাবেক পড়ানো হত। সাহিত্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো দুই ভাগে বিভক্ত ছিল- (ক) ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় ও (খ) গ্রীক ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়।

প্রায় প্রত্যেক শহরেই ল্যাটিন গ্রামার স্কুল ছিল। এসব বিদ্যালয়ে প্রধানত গ্রামার বা ব্যাকরণ সুষ্ঠু নিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন গ্রীসের। এঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোমানদের গ্রীকভাষা শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করতেন। শিক্ষার্থীগণ ল্যাটিন ও গ্রীক উভয় গ্রামার স্কুলে অধ্যয়ন করত। উল্লেখ্য যে, গ্রামার বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি শুধুমাত্র গ্রামারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঠ্যসূচির মধ্যে সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রামার স্কুলে সেভেন লিবারেল আর্টস (Seven Liberal Arts- grammar, rhetoric, dialectic, music, arithmetic, geometry and astronomy) পঠিতব্য বিষয় ছিল। এসব গ্রামার স্কুলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিল।

উচ্চ শিক্ষা

রেটরিক্যাল বিদ্যালয় (Rhetorical School)

রোমে সর্বোচ্চ উচ্চ বিদ্যালয়কে বলা হত Rhetoric School। ১৬ বৎসরের অধিক বয়সী ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণকে কেবলমাত্র এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হত। বিশেষত যারা ভবিষ্যতে রাজনীতিতে যোগদান করবে বলে ধারণা করা হত তাদেরকেই এখানে ভর্তি করা হত। এসব বিদ্যালয়ে কতদিন শিক্ষার্থীগণ অধ্যয়ন করবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় বাঁধা ছিল না। শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও স্কুলের মানের উপর শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের

স্থিতিকাল নির্ভর করত। তবে ধারণা করা হয় যে, এ অধ্যয়নের স্থিতিকাল দুই অথবা তিন বৎসরের অধিক হত না। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বলা হত Rhetorician। একজন Rhetorician (অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক) কে জ্ঞানী, সাহসী, সৎ, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন, বাগ্মীতা, মনোমুগ্ধকর ভাষা ব্যবহারে, কলাকৌশল ও স্বাস্থ্যবান প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হতে হত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করার কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়া পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ জ্ঞানের জন্য সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এতে শিক্ষা পরবর্তী জীবনে একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হতে বিশেষ সহায়ক হত। সর্বোপরি রেটরিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগণ সর্বগুণ সম্পন্ন নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও কার্যক্রম (Origin and Work of the Universities)

রোমীয় সম্রাট পলাচ এমিলাচ গ্রীক জয়ের পর দাস ও উদ্বাস্তুদের সাথে গ্রীক লাইব্রেরীসমূহ হতে বইপুস্তকও নিয়ে আসেন। গ্রীকদের অনুকরণে রোমে এক সমৃদ্ধশালী পাঠাগার প্রতিষ্ঠান করেন। পরবর্তী রোমান সম্রাটগণের অনেকেই গ্রীক এবং এশিয়া মাইনরের লাইব্রেরী থেকে বইপুস্তক সংগ্রহ করে তাঁরা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেরা ল্যাটিন সাহিত্যের বইপুস্তক দ্বারা লাইব্রেরীসমূহকে সমৃদ্ধ করেন। সম্রাট ভেস প্যাসিয়ান কর্তৃক "টেম্পল অব পিস" বা শান্তির গীর্জায় প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীকে (৭৫ খৃঃ) কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে রোম বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তী সম্রাটদের আমলে জমকালো বিল্ডিং সংযোজন ও সুযোগ্য অধ্যাপকদের নিয়োগের মাধ্যমে এটি এথেনাম (Athenaum) নামে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। প্রথম দিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবারেল আর্টস (Liberal arts) বিশেষত ব্যাকরণ (Grammar), অলংকার বিদ্যা বা বাগ্মিতা (Rhetoric) পাঠ্যভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে আইনশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা ও বলবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উচ্চ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ছিল। সেই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল জ্ঞানী-গুণী লোকদের মহামিলনকেন্দ্র স্বরূপ।

নারী শিক্ষা (Education of Women)

প্রাচীনকাল থেকে রোমে মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল। সম্ভবত ছেলেদের মত বালিকারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যেত। যদিও ছেলেদের মত সমান সুযোগ সুবিধা তারা পেত না। সাধারণত বাড়িতে শিক্ষক দ্বারা অথবা বিবাহোত্তর স্বামী কর্তৃক উচ্চ ট্রেনিং পেত। তথাপি মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে তৎকালে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

শিক্ষার মান বা শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিচারে দেখা যায় যে, রোমানগণ গ্রীকগণকে অতিক্রম করতে না পারলেও তাদের শিক্ষা গ্রীকদের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবমুখী ছিল। বস্তুতঃ রোমানগণ গ্রীকদের অনুসরণে শিক্ষার কাঠামো তথা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে গ্রহণ করে তা তাদের জাতীয় জীবনের চাহিদা মোতাবেক ঢেলে সাজিয়েছিলেন, যা রেঁনেসা ও তৎপরবর্তীকালে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাচীন রোমের শিক্ষা কয়টি স্তরে বিভক্ত ছিল?
ক. ২টি স্তরে
খ. ৩টি স্তরে
গ. ৪টি স্তরে
ঘ. ৫টি স্তরে

২. প্রাচীন রোমের মাধ্যমিক বিদ্যালয় কয় ভাগে বিভক্ত?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

৩. প্রাচীন রোমের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্লাস কোথায় পরিচালিত হত?
ক. গাছের তলায় বা বন জঙ্গলে
খ. খোলা মাঠে বা বেসরকারী কোন ঘরে
গ. সরকারি দালান কোঠায়
ঘ. ব্যায়ামাগারে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন রোমের পঞ্চ অধিকারগুলো কী?
২. রোমের প্রাথমিক বিদ্যালয় কী নামে অভিহিত হত?
৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মধ্যে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল?
৪. রোম বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে গড়ে উঠেছিল?
৫. রোমে নারীদের শিক্ষা কী ধরনের ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. রোমের শিক্ষা কাঠামোর একটি বর্ণনা দিন।
২. রোমের উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বর্ণনা দিন।

পাঠ ১.৩: প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা
Education System in Ancient India

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বৈদিক শিক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধ শিক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে ধর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তাই ভারতীয়রা যাপিত জীবনকে দেখেছে পারলৌকিক কল্যাণের সাধন ক্ষেত্র হিসাবে। ফলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আধ্যত্মিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করায় এ দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব শিক্ষার উপর পড়েছে।

প্রাচীন ভারতে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। বৈদিক শিক্ষা (হিন্দুদের জন্য) ও বৌদ্ধ শিক্ষা (বৌদ্ধদের জন্য)।

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বৈদিক কথাটি বেদ থেকে এসেছে। হিন্দুদের পূর্ব পুরুষ আর্যদের ধর্ম গ্রন্থের নাম বেদ। প্রকৃতপক্ষে বেদই ছিল বৈদিক শিক্ষার মূল উৎস। বৈদিক শিক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন ঋষিগণ। তাঁরাই ছিলেন প্রাচীন ভারতের আদি শিক্ষা গুরু এবং বেদকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা পরিচালিত হত।

শিক্ষা কাঠামো

আশ্রম বা গুরুগৃহ ছিল শিক্ষা কেন্দ্র।

মানব জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হয়। যথা–

১. ব্রাহ্মচর্য
২. গার্হস্থ
৩. বানপ্রস্থ
৪. সন্ন্যাস

১. ব্রাহ্মচর্য বা ছাত্র জীবন পাঁচ স্তরে বিভক্ত ছিল। যথা–
   ক. ৫ বছর বয়সে অক্ষর চেনা বা বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি।
   খ. উপনয়ন বা আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষায় প্রবেশ।
   গ. প্রবেশ বা অভিষেক অনুষ্ঠান।
   ঘ. শিক্ষার কাল ছিল একাধারে ১২ বছর।
   ঙ. সমাবর্তন বা বিদায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন ও গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ।
২. গার্হস্থঃ ছাত্র জীবনের শেষে বিবাহিত সংসার জীবনই গার্হস্থ জীবন।

৩. বানপ্রস্থঃ সংসার ধর্ম পালনের পর বনে জঙ্গলে তপস্যায় ধর্ম-কর্ম পালন অবস্থা।
৪. সন্ন্যাসঃ বানপ্রস্থ শেষে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন ঋষি জীবনই সন্যাস জীবন।

বেদপাঠে আজীবন ব্যয়িত ব্যক্তিকে নৈষ্ঠক বলা হত। সংস্কৃত ছিল বেদের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম। শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক ও শিক্ষাক্রম ছিল গুরুনির্ধারিত। গুরু-শিষ্যের এমন নিগূঢ় সম্পর্ক পৃথিবীর কোথাও দৃষ্ট হয়নি। বেদজ্ঞের সান্নিধ্যে থেকে বেদ শিক্ষা ও মুখস্থ করে অন্যজন বেদজ্ঞ হত। মৌখিক বা লিখন পদ্ধতির কোন সাহায্য নেয়া হত না।

পাঠদান পদ্ধতি

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

বৈদিক শিক্ষায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল। গল্পের মাধ্যমে অথবা সরাসরি তত্ত্ব ব্যাখ্যাদানের পর শিষ্যদের গুরুকে প্রশ্ন করার সুযোগ দান করা হত। গুরু প্রশ্নগুলোর নানাদিক ও খুটিনাটি বিশ্লেষণ করতেন। 'প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ' পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভবত এখান থেকে শুরু। আজকের দিনেও যে কোন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর একটি আবশ্যিক দিক হিসেবে গৃহীত।

আলোচনা ও বিকর্ত

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি আলোচনা ও বিতর্ক সভা অনুষ্ঠানেরও প্রচলন ছিল। 'সংবাদাভিজয়' নামে আমরা যা জানি তা বিতর্ক সভারই একটি আদিরূপ। বিতর্ক সভায় পণ্ডিতগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং নানাভাবে অংশগ্রহণকারী শিষ্যদের উৎসাহ প্রদান করতেন। এ বিতর্ক বা সংবাদাভিজয় ছিল প্রতিযোগিতামূলক। সাধারণভাবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এ ধরনের বিতর্ক সভার আয়োজন করা হত। তবে রাজসভা, তপোবন বা যজ্ঞক্ষেত্রই ছিল সংবাদাভিজয়ের উপযোগী প্রকৃষ্ট স্থান। সংবাদাভিজয়ে অংশগ্রহণকারী শিষ্যদের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা হত বলে একে প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা চলে।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা

আর্যধর্ম তথা বৈদিক ধর্ম কালক্রমে নানা ভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কঠোর বর্ণভেদ প্রথার ফলে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা অস্পৃশ্য বর্ণে পরিণত হয়। ধর্মকর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতভূমে গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে উদার অহিংস বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে।

বৌদ্ধরা অজ্ঞাতকে পাপ বলে গণ্য করে। শিক্ষা পাপ মোচনের উপায় বলে তারা মনে করতো। তাই বৌদ্ধ যুগে শিক্ষার এত গুরুত্ব। বৌদ্ধ শিক্ষা ছিল ধর্মভিত্তিক। তারা শিক্ষাকেই নির্বাণ লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করতো।

লৌকিক ভাষা পালি ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের ভাষা। অচিরেই বৌদ্ধ শিক্ষা ভারতে সর্বজনীন শিক্ষায় পরিণত হয়।

বৌদ্ধ শিক্ষার কাঠামো ছিল নিম্নরূপ: সঙ্গরাম বা বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা কেন্দ্র।

শিক্ষান্তর

১. ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বৌদ্ধ শিশু পিতৃগৃহে শিক্ষা লাভ করত।

২. ৮ বছর পর ভর্তির উদ্দেশ্যে মস্তকমুণ্ডনপূর্বক বিশেষ গেরুয়া বস্ত্রে সঙ্ঘরাম বা ভর্তি পরীক্ষার্থী হিসেবে পণ্ডিতের সম্মুখীন হত।
৩. পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঠে কঠোর ছাত্র-জীবন আরম্ভ করত।
৪. ১২ বছর শিক্ষালাভের পর উত্তীর্ণ ছাত্রকে উপ-সম্পদা উপাধি প্রদান করা হত।
৫. আরও ১০ বছর পর উপাধ্যায় উপাধি অর্জিত হত।
৬. আরও ১০ বছর পর অধ্যয়নের পর ভিক্ষু বলে গণ্য হত।
৭. আজীবন সাধনা করে কদাচিত আচার্য উপাধি লাভ করত।

সংযত, সংহত ও শুদ্ধ জীবন যাপন ছিল নির্বাণ লাভের উপায়। শিক্ষা আজীবন সাধনার ধন। ছাত্র জীবনে ব্রাহ্মচর্য ও কৌমার্য পালন করতে হত।

বহুকক্ষ বিশিষ্ট ও বহু শিক্ষক বিশিষ্ট সঙ্ঘরামে বা বিহারে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতি উত্তম। সার্বজনীনতা ও সহশিক্ষা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধদের প্রচেষ্টায় সে যুগে ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষার মূল লক্ষ্য

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন ও অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল। শিক্ষার্থীদের সঙ্ঘরামে অবস্থান ও নির্দিষ্ট আচরণ আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে জীবনের মূলীভূত সত্যের অনুসন্ধানই ছিল এ শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রম

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। ত্রিপিটক তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত: (১) সূত্রপিটক বা সুক্তপিটক; (২) বিময়পিটক ও (৩) অভিধর্মপিটক। প্রথম অংশে রয়েছে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলি; দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধ শ্রমণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় কর্তব্যসমূহ এবং তৃতীয় অংশে বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' বৌদ্ধ শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় মূল উৎস হিসেবে কাজ করলেও ক্রমান্বয়ে তা লোকায়ত জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা দুটি সম্প্রদায়ের বিভক্ত হয়।

এই দুটি সম্প্রদায়ের একটি হল হীনযান, অন্যটি মহাযান। মহাযান ছিল অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। লোকায়ত শিক্ষার প্রসারে এ সম্প্রদায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে পাঠ্যসূচিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প, ভাস্কর্য ও চিকিৎসাবিদ্যা স্থান পায়। প্রসঙ্গত খ্যাতিবান চিকিৎসক ভবীবক ও চরকের নাম উল্লেখ করা চলে। চরক ছিলেন সম্রাট কনিষ্কের চিকিৎসক।

পাঠদান পদ্ধতি

বৌদ্ধ শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে শেখা ও শেখানোর ব্যাপারটি ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সঙ্ঘরামগুলোতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থলে দলগত শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার ঘটে। দলগত শিক্ষার প্রয়োজনে শ্রেণি শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আর্যদের ধর্ম গ্রন্থের নাম কী?
ক. বেদ
খ. ত্রিপিটক
গ. ইঞ্জিল
ঘ. কোরান

২. বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কত বছর বয়সে হাতেখড়ি হয়?
ক. ৪ বছর বয়সে
খ. ৫ বছর বয়সে
গ. ৬ বছর বয়সে
ঘ. ৭ বছর বয়সে

৩. ত্রিপিটকের ভাষা কোনটি?
ক. সংস্কৃত
খ. পালি
গ. ফার্সী
ঘ. আরবী

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. খ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কতভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ও কী কী?
২. চতুরাশ্রমের নামগুলি লিখুন।
৩. ব্রাহ্মচর্যের স্তরগুলি কী কী?
৪. কীভাবে আচার্য উপাধী লাভ করা যায়?
৫. ত্রিপিটক কত অংশে বিভক্ত ও কী কী?
৬. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠদান পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতে বৈদিক শিক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করুন।
২. প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৪ মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা
Education System in Medieval India

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা বিস্তারে সুলতান ও সম্রাটদের অবদান শিক্ষার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। সুলতান ও সম্রাটের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং সর্বোপরি তাঁদের কল্যাণ দৃষ্টি শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। সুলতান ও সম্রাটগণ শিক্ষার বিস্তার ও গুণগত মান বৃদ্ধি উভয় দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিদ্যার্থীদের সহায়তাদান শিক্ষার প্রসারকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে সুলতান ও সম্রাটগণ উন্নত জীবনচর্চার পথ সুগম করেন।

মধ্যযুগে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর ও প্রধান প্রধান দিক

প্রাথমিক শিক্ষা

মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত ভারতে মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা মক্তবগুলোতে সম্পন্ন হত। এ ধরনের মক্তব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিচালিত হত মসজিদগুলোতে। সাধারণভাবে, সাত বছর বয়সে মক্তবের শিক্ষা শুরু হত; তবে শিশুর বয়স চার বছর পুরো হলেই ‘সবক্’ বা হাতেঘড়ি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ‘সবক’ অনুষ্ঠানে শিশুকে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে পবিত্র কোরান থেকে অংশ বিশেষ তেলওয়াত করানো হত। প্রাত্যহিক ধর্মকর্মের প্রয়োজন, পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল মক্তবগুলোতে। শিক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ করানোর ওপর জোর দেওয়া হত। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে পড়ো সর্দার পাঠদান পরিচালনা করত। পড়ো সর্দার ছিল অগ্রগামী শিক্ষার্থী দ্বারা পাঠদান ব্যবস্থা। বস্তুত পড়তে ও লিখতে পারা এবং হিসাব নিকাশ জানার মধ্যেই মক্তবের শিক্ষা সীমিত ছিল।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষার জন্য সুলতান ও সম্রাটগণ ভারতের বিভিন্ন শহরগুলোতে মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছিলেন। মাদ্‌রাসাগুলো সাধারণভাবে স্থাপিত হয়েছিল মসজিদের কাছাকাছি। এ সকল মাদ্‌রাসায় ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হত। উচ্চ শিক্ষার একটি প্রধান দিক ছিল আরবি, ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের চর্চা। উচ্চ শিক্ষার বিষয় হিসেবে ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বস্তুত মুঘল আমল থেকেই ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটে। সম্রাটদের অনেকেই সমকালীন নানা বিষয় এবং আত্মজীবনী গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

নারী শিক্ষা

সুলতানী আমলে নারী শিক্ষার তেমন প্রসার লক্ষ্য করা না গেলেও মুঘল আমলে নারী শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাধারা হিসেবে পরিগণিত হয়। উচ্চবংশীয় মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করত এবং অন্তঃপুরে নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। সম্রাটদের পরিবার, সামন্ত ও রাজকর্মচারী ও ধনী পরিবারের মেয়েদের জন্য মাদ্‌রাসা স্থাপন করা হত। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-) মেয়েদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেকে নিজেদের ঘরে বসে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করত। মুঘল আমলে অনেক সুশিক্ষিত নারীর পরিচয় মেলে। সম্রাট বাবরের কন্যা গুলবদন 'হুমায়ন নামা' রচনা করেন। সলিনা সুলতানা উঁচুস্তরের কবি ছিলেন। নুরজাহান, জাহানারা, জেবুন্নিসা– এঁরা সকলেই বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁরা আরবি ও ফারসি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

ইসলামী শিক্ষা

মুঘল আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত আলেমগণ এ সকল কেন্দ্রে শিক্ষা ও গবেষণা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ধর্মীয় নানা তত্ত্বীয় বিষয়ে গবেষণার কাজ চলত। বাস্তব জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রয়োগে এ সকল গবেষণা খুবই উপযোগী ছিল। দিল্লী, আগ্রা, ফিরোজপুর, জৈনপুর, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

শিক্ষায় অসাম্প্রদায়িকতা

প্রথম দিকে ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে হিন্দুরাও ফারসি শেখায় আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে মাদ্‌রাসাগুলো হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। অধিকন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র রচনায় উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়।

মক্তব-মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসাবে মৌলভীদের ভূমিকা

মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষে মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মক্তব। মক্তবের শিক্ষা ছিল মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তর। যা ছিল তৎকালে মূলত মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম স্বরূপ। আর মুসলিম শিক্ষায় মাদ্‌রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তবে ও মাদ্‌রাসার মৌলভীগণ ধর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। মক্তব মাদ্‌রাসার পাঠ্য বিষয় এক ছিল না। তবে কখনও কখনও পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণে শাসকদের হস্তক্ষেপ দেখা যায়।

ভারতে শিক্ষা বিস্তারে সুলতান ও সম্রাটদের ভূমিকা

মধ্যযুগে ভারতে শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সুলতান ও সম্রাটদের ব্যক্তিগত আগ্রহের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল ছিল। শাসক যদি বিদ্যোৎসাহী হতেন তাহলে তিনি দেশের শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হতেন। জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ও সম্রাটদের দরবার জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, কবি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের কেন্দ্রে পরিণত হত। এঁরা শাসকের মতানুসারে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করতেন। এক্ষেত্রে শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি ছিল শিক্ষা প্রচেষ্টা ও প্রসারের অন্যতম মাপকাঠি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তর কোনটি?
ক. মাদ্‌রাসা
খ. মক্তব
গ. টোল
ঘ. বিহার

২. মধ্যযুগে ভারতের মুসলিম শিক্ষার উচ্চ প্রতিষ্ঠানের নাম কি?
ক. বিশ্ববিদ্যালয়
খ. মক্তব
গ. উচ্চ বিদ্যালয়
ঘ. মাদ্‌রাসা

৩. কোন সম্রাটের আমলে মেয়েদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়?
ক. সম্রাট আকবর
খ. সম্রাট বাবর
গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর
ঘ. সম্রাট শাহজাহান

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কারা নিয়ন্ত্রণ করত?
২. মধ্যযুগে কোন কোন স্থানে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মধ্যযুগে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করুন।
২. মধ্যযুগে ভারতীয় শিক্ষায় সুলতান ও সম্রাটের ভূমিকা নিরূপণ করুন।

পাঠ ১.৫: দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা
Indigenous Education System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দেশীয় শিক্ষা বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন।
- দেশীয় শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার বিবরণ দিতে পারবেন।

দেশীয় শিক্ষা

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হলো দেশীয় শিক্ষা। মধ্য যুগে ভারতে মোগল শাসন অবসানের পর, এমন কি ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলেও দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত দেশীয় এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই জন্য এ সময়ে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক স্কটল্যান্ডবাসী মিশনারী উইলিয়াম এ্যাডামকে বাংলা ও বিহারের দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব অর্পন করেন। এ্যাডাম ১৮৩৫-৩৮ সালে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান এবং এ সম্বন্ধে ৩টি রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর এই রিপোর্ট থেকে বাংলা ও বিহারের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে শিক্ষা পরিবেশক সংস্থাগুলোকে মোট সাতটি স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন– (১) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) মিশনারী ও অন্যদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩) পারিবারিক বিদ্যালয় (৪) ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজ (৫) দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় (৬) দেশীয় শিক্ষা বিদ্যালয় ও (৭) বয়স্ক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

উক্ত সাতটি স্তরের মধ্যে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা– (১) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও (২) দেশীয় উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়। দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দুই রকমের ছিল। যেমন– (১) ফার্সী ভাষার বিদ্যালয় ও (২) আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিদ্যালয়।

উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো আবার দু'ধরনের ছিল। যথা– (১) টোল (হিন্দুদের), (২) মাদ্রাসা (মুসলমানদের)।

দেশীয় বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগ

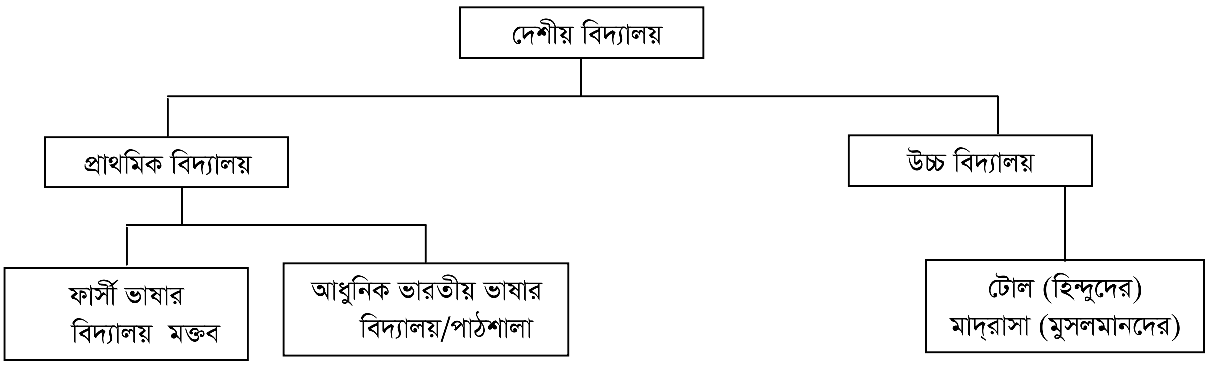

তা ছাড়া ভারতের সর্বত্র গৃহ বিদ্যালয়ের (Domestic School) প্রচলন ছিল। নিজ গৃহে পিতা, পিতামহ, জৈষ্ঠ্যভ্রাতা বা গৃহ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

বিদ্যালয়ের অবস্থান

- দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জনশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। গ্রামের সাধারণ জমিদার, ব্যবসায়ী ও অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে এসব বিদ্যালয় গড়ে উঠতো। এসব বিদ্যালয়ে অক্ষর জ্ঞান সংখ্যাজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো।
- সাধারণত জমিদার বা অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈঠকখানায়, আট চালার নিচে, গাছ তলায় বা শিক্ষকের নিজস্ব গৃহে এসব বিদ্যালয় বসতো। বিদ্যালয়ের সাজ-সরঞ্জাম খুবই সাধারণ ছিল। বিদ্যালয়গুলো খুব বড় ছিল না। কোন বিদ্যালয় ১০/১৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী ও ২/৩ টির বেশি শ্রেণি ছিল না।

শিক্ষাক্রম

- এসব বিদ্যালয়ে নির্ধারিত কোন পাঠ্যসূচি ও পাঠ্য পুস্তক ছিল না। ছাপানো বই এর প্রচলন ছিল না বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা শ্লেট, পেন্সিল, তালপাতা দিয়েই লেখাপড়ার কাজ চালাতো। সাধারণ গণিত, শ্রুতলিপি, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি শেখানো হতো। ফার্সী বিদ্যালয় বা মক্তবগুলো সাধারণত মসজিদে বসতো। এখানে ইসলাম ধর্মীয় পাঠ্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো। এজন্য শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ও প্রকাশ ভঙ্গীর প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখা হতো।

শিক্ষক, শিক্ষার মান, শিক্ষার্থী ভর্তি ও পাঠদান কার্যক্রম

- শিক্ষাদানের মান বিশেষ উন্নত ছিল না। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন অল্প বা অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারাই বিদ্যালয় পরিচালিত হতো। শিক্ষকের নির্ধারিত তেমন কোন বেতন ছিল না। ছাত্র বেতনের প্রচলন ছিল না। ছাত্র অভিভাবকদের দক্ষিণা, অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থানুকুল্যে শিক্ষক জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেক সময় জীবিকার জন্য শিক্ষক অন্য পেশাও গ্রহণ করতেন।
- স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের সময় ও নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত হতো। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। বছরের যে কোন সময় শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারতো এবং শিক্ষা সমাপ্তিতে যে কোনো সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারতো।

একজন শিক্ষকই বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। কখনও কখনও মেধাবী শিক্ষার্থী (পড়ো সর্দার) দ্বারা পাঠদান কার্য-সম্পন্ন করা হতো। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে এ পড়ো সর্দারই শিক্ষকদের অনুরূপে শিক্ষাদান ও বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পন্ন করতো। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী চ্যাপলিন (Presidency Chaplain) ড. এন্ড্রু বেল দেশীয় বিদ্যালয়ে পড়ো সর্দার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে অধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইংল্যান্ডের গরীব শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এ প্রথা সফলতার সাথে চালু করেন। ইংল্যান্ডে এ প্রথা ড. বেল এর নামানুসারে "বেল পদ্ধতি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্বল্প ব্যয়ে স্থানীয় চাহিদা মাফিক বাস্তব শিক্ষাদান করতো বলে খুব জনপ্রিয় ছিল। এর প্রধান ত্রুটিগুলো হলো শিক্ষকের নিম্নমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিম্নমানের পাঠ্যদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রথা ইত্যাদি।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা দুই নামে বিভক্ত ছিল। হিন্দু শিক্ষার্থীর জন্য টোল আর মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য ছিল মাদরাসা।

টোলঃ উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে ধর্মশাস্ত্র, পুরান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল। দেশের ধনী ব্যক্তিবর্গ উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দান করতেন। উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দূরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকগণ নিজগৃহে শিক্ষার্থীদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষকবৃন্দ নিজগৃহে বা ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় বা চন্ডীমন্ডলে শিক্ষকতা করতেন।

মাদ্‌রাসাঃ আরবী-ফার্সী মাদ্‌রাসাগুলোর অবস্থান ছিল সাধারণত মসজিদের পাশে বা মসজিদে। মাদ্‌রাসার অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন মুসলমান। তবে ফার্সী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হিন্দু শিক্ষকও ছিলেন। সে সময়ে সরকারি ভাষা ফার্সী ছিল বলে চাকুরীর জন্য হিন্দু কায়স্থরা ফার্সী ভাষা শিখত। মাদরাসায় ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল।

উচ্চ শিক্ষার পরিধি

বস্তুত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। খুব কম সংখ্যক লোকই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করত। আর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দেশীয় শিক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য কাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল?
ক. লর্ড মেকলে
খ. উইলিয়াম এ্যাডাম
গ. মি. এলফিনস্টোন
ঘ. টমাস মুনরো

২. উইলিয়াম এ্যাডাম কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন।
ক. আয়ারল্যান্ড
খ. অস্টেলিয়া
গ. ইংল্যান্ড
ঘ. স্কটল্যান্ড

৩. কত শ্রেণির দেশীয় বিদ্যালয় ছিল?
ক. ২ শ্রেণির
খ. ৫ শ্রেণির
গ. ৭ শ্রেণির
ঘ. ৯ শ্রেণির

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশীয় শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
২. দেশীয় বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিবিভাগ করুন।
৩. পড়ো সর্দার প্রথা কী?
৪. ‘বেল পদ্ধতি’ কী?
৫. এডাম কতটি রিপোর্ট প্রদান করেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
২. দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের বিবরণ দিন।
৩. দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।